স্রষ্টার সন্ধান

পৃথিবী কত সুন্দর। সুন্দর্যের যেন শেষ নেই। খাল বিল হাওর, ফসল ভরা মাঠ, নদী-নালা সাগর, ফুল ফলের বাগান, সারি সারি গাছ, আকাশ চুম্বি পাহাড়। নীচে পাতাল পুরী, উপরে মহাকাশ, তার উপর সপ্ত আকাশ। সব মিলে মহা-বিশ্ব। কত সুন্দর এ মহা-বিশ্ব।

এ মহা-বিশ্ব যিনি সৃজন করেছেন তিনি হলেন স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু কে এই মহান স্রষ্টা ? কি তাঁর পরিচয় ? সৃষ্টিকর্তার পরিচয় অনুসন্ধানে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল **নাস্তিক** আর এক দল **আস্তিক** ।

নাস্তিকঃ- যারা সৃষ্টিকর্তার পরিচয় জানতে ব্যর্থ হয়েছে তারা নাস্তিক। পরিচয়ে ব্যর্থ হয়ে নাস্তিকরা স্রষ্টাকেই অস্বিকার করে বসে। তারা মনে করে মহা-বিশ্বের কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। সব সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মে। প্রকৃতিই সব বানিয়েছে। সুতরাং তারা মনে করে: প্রকৃতিই সবকিছুর স্রষ্টা, সব চেয়ে বেশী ক্ষমতাধর, সব চেয়ে বড় কৌশলী ও সব চেয়ে বড় শিল্পী প্রকৃতি।

নাস্তিকরা মনে করে তারা প্রকৃতিবাদী। তাই আরবীতে তাদের দাহরিয়্যাহ বলা হয়। মানে প্রকৃতিবাদী, প্রকৃতি পুজারী। ইরশাদ হচ্ছে:-

তারা বলে: দুনিয়ার জীবন ছাড়া কিছুই নেই। আমাদের জীবন, মৃত্যু হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। (জাছিয়াহ:২৪)

নাস্তিকদের সামাজিক আদর্শের নাম: সমাজতন্ত্র (কম্যুনিজম)।

পর্যালোচনাঃ প্রকৃতি আসলে মহা-বিশ্বেরই একটি অংশ। প্রকৃতি আল্লাহরই সৃষ্টি। আল্লাহর হাতেই প্রকৃতির নিয়ন্ত্রন। মহান আল্লাহ নিজের ইচ্ছা মত প্রকৃতিকে পরিচালিত করেন। সৃষ্টি জগতে যা কিছু ঘটে সব হয় আল্লাহর ইচ্ছায়, আল্লাহর ইশারায়। বর্নিত হয়েছেঃ

আবু-হুরাইরাহ রাঃ রাসূল সাঃ থেকে বর্ননা করেন। আল্লাহ (আজ্জা ওয়া জাল্ল) বলেছেন: আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। তারা প্রকৃতিকে গালি দেয় অথচ আমিই প্রকৃতি, আমার হাতেই সব। আমিই রাতদিন পরিবর্তন করি। (বুখারী, মুসলিম)

আসল কথা হল: নাস্তিকরা প্রকৃতি বুঝে কিন্তু প্রকৃতির স্রষ্টাকে বুঝে না। তারা মনে করে প্রকৃতির ইশারায় সব চলে। কিন্তু তারা বুঝে না: প্রকৃতি কার ইশারায় চলে। তারা মনে করে প্রকৃতি সব করে। আসলে প্রকৃতির যে কোন ইচ্ছা শক্তি নেই এবং প্রকৃতি যে নিজের ইচ্ছা মত কিছুই করতে পারে না, তা তারা বুঝে না।

আস্তিকঃ- যারা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে তারা আস্তিক। আস্তিকগণ বিশ্বাস করেন এ মহা-বিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। আছেন একজন স্রষ্টা।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার পরিচয় ও তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের জন্য কঠিন, অনেকটা সাধ্যের বাহিরে। তাই অনেকে নিজেদের বুদ্ধি ও চিন্তার সমন্বয়ে এবং মিনিষীদের বাণীর আলোকে সৃষ্টিকর্তাকে চিনার চেষ্টা করেছেন। এবং বিজেদের মনমত নামে তাকে অভিহিত করেছেন।

আসল ব্যাপার হল: মহান স্রষ্টা সদয় হয়ে তাঁর পরিচয় ও বাণী মানুষের কাছে পৌছে দিতে পাঠিয়েছেন রাসূল, দিয়েছেন কিতাব।

যারা আল্লাহর রাসূলকে বিশ্বাস করে তাঁর কিতাব মেনে নিয়েছে, স্রষ্টার আসল পরিচয় লাভে তারাই ধন্য হয়েছে। তারা জানতে পেরেছে: তিনি হলেন মহান আল্লাহ। মহা বিশ্বের একমাত্র মালিক ও সৃষ্টিকর্তা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর সমান বা সমকক্ষ কেউ নেই। ইরশাদ হচ্ছেঃ

...ইনিই আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। সব কিছুর সৃষ্টি কর্তা। সুতরাং দাসত্ব কর শুধুই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর কর্তৃত্বশীল। (৬ আনয়া'ম: ১০২)

সল্প সংখ্যাক মানুষ আল্লাহর দেয়া কিতাব ও রাসূলের বাতানো পথে স্রষ্টার পরিচয় লাভে ধন্য হলেও অনেকেই তাঁকে চিনেছে অনুমান করে, নিজেদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। তাই আস্তিকরা আবার চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের রয়েছে চারটি মতবাদ: **একত্ববাদ, দ্বিত্ববাদ, তৃত্ববাদ ও বহুত্ববাদ।**

একত্ববাদঃ- আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই একমাত্র রাব্ব ও একক ইলাহ। কোন কিছুতেই তাঁর সমান, সমকক্ষ বা শরীক নেই। এমন বিশ্বাস হল **একত্ববাদ** (তাওহীদ)। **তাওহীদের মূল কথা:** জীবনের সকল ক্ষেত্রে **এক আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব** মেনে চলা।

তাওহীদের মূল শিক্ষা: আল্লাহর জাতি সত্তায় যেমন শরীক নেই। তেমনি কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব বা অন্য কোন বৈশিষ্ঠেও আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা শরীক নেই। এই নীতিতে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রেখে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর কর্তৃত্ব মেনে, তাঁর বাতানো পথে জীবন যাপন করা।

দ্বিত্ববাদঃ- ইয়াহুদরা ইয়াকুব আঃর বংশধর। শিরক, মুর্তিপুজা ও মুর্তি সংস্কৃতির বিরোদ্ধে বিশ্ব ইতিহাসে সব চেয়ে কঠিন ও কঠুর সংগ্রাম করেছে ইবরাহীম পরিবার। কিন্তু কালের আবর্তে তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। ছিটকে পড়েছে একত্ববাদের বিশ্বাস থেকে। তারা মনে করে: আল্লাহর এক ছেলে আছেন। নাম উজাইর। তাই তারা **দ্বিত্ববাদী। দুইজনের কর্তৃত্বে বিশ্বাসী।** ইরশাদ হচ্ছেঃ

ইয়াহুদ বলে: উজাইর আল্লাহর ছেলে। নাসারা বলে: মাসীহ (ঈসা) আল্লাহর ছেলে। এসব তাদের মুখের কথা, যা আগেকার কাফিরদের সাথে সামন্জস্য পূর্ন। আল্লাহ ধ্বংস করুক! তারা কি সব রটনা করছে। (৯ তাওবাহ: ৩০)

তৃত্ববাদঃ- খৃষ্ঠানরা তৃত্ববাদী। তারা মনে করে ঈসা আঃ আল্লাহর ছেলে। ঈসার সাথে ছিল পবিত্র শক্তি। তাই **আল্লাহ, ঈসা ও পবিত্র শক্তি:** তিনে মিলে এক। **তারা তিনজনের কর্তৃত্বে বিশ্বাস করে।** ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা কুফর করেছে যারা বলেছে: আল্লাহ তিনের এক। অথচ আল্লাহই একমাত্র ইলাহ। আর কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া। এমন কথা থেকে বিরত না হলে কাফিররা কঠিন আযাবে পতিত হবে। (৫ মাইদাহ: ৭৩)

বহুত্ববাদঃ- এই মতবাদের ধারকরা বহুজনের কর্তৃত্বে ও সার্ব-ভৌমত্বে বিশ্বাসী। এদের পথ ও মতের অন্ত নেই। এরা নানা ভাবে নানাজনকে আল্লাহর শরীক বানায়। কেহ জাতি সত্তায়, কেহ এক বা একাধিক গুনে।

পর্যালোচলাঃ- মিশ্র সমাজে বসবাসকারী সাধারন মানুষ সবকিছুকে তালগুল বানিয়ে ফেলে। সুক্ষ জ্ঞান ও সঠিক

বিবেচনার অভাবে অনেক সময় আস্তিক ও নাস্তিকের মত কথা বলে। তাওহিদের দাবিদার হয়েও শির্ক্ করে। মুর্তি পূজা, সৌধ পুজা, মিনার পুজা, প্রকৃতি পূজা, কবর পূজা ইত্যাদিকে পাপই মনে করে না। এত সব পাপাচারে লিপ্ত থেকেও নিজেকে মুসলমান মনে করে। ভাবে তারা প্রগতিবাদী, আধুনিক মুসলমান।

শেষ কথাঃ সকলের মনে রাখা উচিত: আল্লাহর সামনে ভাওতাবাজী, ধাপ্পাবাজী, গলাবাজী কিছুই চলবে না। সেদিন গায়ের জোরে বা চাপার বলে নিজেকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করা যাবে না। সেদিন সব সত্য প্রকাশিত হবে।

যারা প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করেছে, সে অনুযায়ী জীবন যাপন করেছে তারাই মুক্তি পাবে।

আর যারা কিছু মুসলিম কিছু কাফির হিসাবে জীবন কাটিয়েছে। যারা ইসলমের কিছু আর কুফরের কিছুর সমন্বয়ে নতুন পথ বানিয়ে প্রগতিশীল সেজে আত্মতৃপ্ত হয়েছে তারা সেদিন ধরা পড়ে যাবে।

তাই সাবধান ! সময় থাকতে সাবধান হয়ে নিজের ঈমানকে সঠিক করে আল্লাহর সামনে হাজির হওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ।

শব্দ ও অর্থঃ স্রষ্টা= যিনি সৃষ্টি করেছেন। সন্ধান= তালাশ করা। পাতাল পুরী= নিম্ন দেশ। মহাকাশ= ভু-পৃষ্ঠ থেকে আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত ফাঁকা স্থানকে মহাকাশ বলা হয়। চাঁন, সুরজ, গ্রহ, নক্ষত্র সব মহাকাশে ঝুলন্ত এবং নিজ নিজ কক্ষ পথে ঘুরন্ত অবস্থান পরিভ্রমনে রত। মহা-বিশ্ব= সৃষ্টি জগত। প্রাকৃতিক= প্রকৃতিগত, এমহা-বিশ্ব এক নিয়ম মেনে পরিচালিত হচ্ছে। এ নিয়মতান্ত্রিকতাকে বলা হয় প্রকৃতি। প্রকৃতি আল্লাহর নিয়ন্ত্রনাধীন। মহান আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা মত প্রকৃতি বদল করেন। কিন্তু জ্ঞানের সল্পতার কারনে কিছু মানুষ মনে করে প্রকৃতি মহা-ক্ষমতাধর। প্রকৃতির চেয়ে বড় আর কেউ নেই। যারা এমন মনে করে তাদের নাস্তিক বলা হয়।

বিপরিত শব্দঃ স্রষ্টা= সৃষ্ট। নাস্তিক= আস্তিক। বিশ্বাস= অবিশ্বাস। জ্ঞান= মুর্খতা। তাওহীদ= শির্ক্।

উত্তর বল ও লিখঃ

১. নাস্তিক কাকে বলে? বুঝিয়ে বল।
২. একত্ববাদ কি? একত্ববাদের মূল শিক্ষা বর্ননা কর।
৩. দ্বিত্ববাদী কারা, তারা কাকে আল্লাহর ছেলে বলে বিশ্বাস করে?
৪. তৃত্ববাদী কারা, তারা কোন তিনে মিলে এক বলে বিশ্বাস করে।
৫. অনেক সময় আস্তিক লোকজনকেও নাস্তিকের মত কথা বলতে এবং তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তিকেও শির্ক্ করতে দেখা যায়। এর কারন বর্ননা কর।

সত্য মিথ্যা নির্নয় করঃ

১. আল্লাহর গজব বলে কিছু নেই। ভুমি-কম্প, জ্বলোচ্ছাস, বন্যা ইত্যাদি হয় প্রাকৃতিক নিয়মে।
২. ধর্ম হানাহানি সৃষ্টি করে। তাই ধর্মের অনুসারী না হয়ে নাস্তিক হওয়াই ভাল।
৩. প্রয়োজনীয় নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে মানুষ নাস্তিক হয়।
৫. যারা ধর্মীয় বিধি বিধান মেনে চলে না, তাদের ও নাস্তিকদের বাস্তব জীবনে তেমন পার্থক্য নেই।
৬. যে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করল সে মুশ্‌রিক। মুশরিক চির জাহান্নামী।